আলোচনা পদ্ধতি রচনা করার সাময়িক গুরুত্ব পেয়েছে। দেকার্ত 'Discourse on Method' গ্রন্থে পদ্ধতি বিষয়ক বিধান গঠন করে তারপর অগ্রসর হয়েছিলেন সত্য অনুসন্ধানের পথে। ফ্রান্সিস বেকন 'Novum Organum' গ্রন্থে আরোহ পদ্ধতির ভিত্তি রচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। কান্ট গড়ে তুলেছিলেন সবিচারবাদী পদ্ধতি। এই ধরনের প্রত্যেকটি দার্শনিক পদ্ধতি ও বিষয়বস্তুর মধ্যে পার্থক্য করে অগ্রসর হয়। হেগেলের দৃষ্টিকোণের বৈশিষ্ট্য হল যে তিনি দার্শনিক আলোচনা পদ্ধতিকে তার বিষয়বস্তু থেকে পৃথক করেন না বা উভয়ের স্বাতন্ত্র্য দেখাতে চান না। দেকার্ত পদ্ধতির প্রয়োজন বোধ করেছিলেন এমন পদ্ধতি গঠন করতে যার সাহায্যে আমরা ক্যাটিগোরিগুলিকে আবিষ্কার করব। হেগেল এক্ষেত্রে ভিন্ন বক্তব্য রেখেছেন। তাঁর মতে, সেই পদ্ধতিকে আবিষ্কার করতে হবে (তৈরি করা নয়) যার সাহায্যে প্রকরণগুলি নিজেদের নিষ্কাশন করে।

হেগেল মনে করেন যে, দার্শনিক আলোচনায় এমন অনন্য পদ্ধতির প্রয়োজন যাকে অভিজ্ঞতানির্ভর বিজ্ঞান অথবা গণিতশাস্ত্র থেকে ধার করে পাওয়া যায় না[1]। আবার জ্যামিতীয় পদ্ধতিতে কতকগুলি স্বতঃসত্য সাধারণ বাক্য থেকে নিষ্কাশন করে পাওয়া যাবে না। দর্শন এমন পদ্ধতি গ্রহণ করবে যা চিন্তার নিজস্ব প্রকৃতির ওপর ভিত্তি করবে এবং প্রতিটি পদক্ষেপই পূর্ববর্তী পদক্ষেপ থেকে কঠোর আবশ্যিকতায় অনুসৃত হবে। হেগেলের মতে, পদ্ধতি হল বুদ্ধির আত্মসৃষ্টি (self-construction of reason)। এই পদ্ধতির স্বরূপকে বুঝতে হবে বুদ্ধির ক্রম উন্মোচন (gradual unfoldment) বা প্রকাশের প্রক্রিয়া হিসেবে। যা বাস্তব সত্তা (reality) তা নিজেকে সকল বৈচিত্র্য, সকল জটিলতা এবং মূর্ততা নিয়ে হঠাৎ অথবা একটি দৃষ্টান্ত নিয়ে একটিমাত্র দৃষ্টান্ত হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে না বা করতে পারে না। বাস্তব সত্তার সকল সুপ্ত সম্ভাবনা চিন্তায় ধরা পড়ে নানা পদক্ষেপের মধ্য দিয়ে।

হেগেলের মতে, এই পদ্ধতির কাছে সুপ্ত বা প্রকাশ্যভাবে একটিমাত্র পূর্বস্বীকৃতি (presupposition) থাকবে—thought is identical with being or reality। চিন্তা হল সত্তা অথবা বাস্তব সত্তার সঙ্গে অভিন্ন। চিন্তার সাহায্যে আমরা সত্তাকে অনুধাবন করি—এদের মধ্যে যৌক্তিক সম্বন্ধ দৃঢ়বদ্ধভাবে উপস্থিত আছে যাকে আবিষ্কার (have to discover) করতে হবে। অবরোহণ হল চিন্তার বস্তুনিষ্ঠ প্রক্রিয়া যা আমাদের থেকে স্বতন্ত্রভাবে যৌক্তিক প্রক্রিয়া (logical process) হিসেবে অনুষ্ঠিত হয়। আমাদের দায়িত্ব এমন পদ্ধতিকে উদ্ভাবন করা নয় যার সাহায্যে ক্যাটিগোরিগুলিকে নিষ্কাশন করতে পারি, বরং সেই পদ্ধতিকে আবিষ্কার করা যার সাহায্যে ক্যাটিগোরিগুলি নিজেদের আবিষ্কার করতে পারবে।[2]

হেগেল মনে করেন যে, পদ্ধতিকে বাইরে থেকে বিষয়বস্তু বা চিন্তার ওপর প্রয়োগ করা যায় না। বরং পদ্ধতি হল নিজেই চিন্তার অন্তর্নিহিত কাঠামো (immanent structure of thought itself)। পদ্ধতিকে কেবল চিন্তার অভ্যন্তরীণ নিয়ম এবং প্রক্রিয়ার মধ্যে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করলে চলবে না, বরং এর বাহ্যিক ব্যাপ্তিও (outward dimension) থাকবে। বুদ্ধির আত্ম-নির্মাণকারী, আত্ম-গঠনকারী, আত্ম-বিশ্লেষক চরিত্রের সমরূপ রয়েছে বাস্তব সত্তে। হেগেল তাই বলেছেন—What is reasonable is real; what is real is reasonable।

হেগেল দ্বান্দ্বিক পদ্ধতি (dialetical method) গ্রহণ করেছেন। তাঁর 'Science of Logic' গ্রন্থে এই পদ্ধতির সূত্রগুলি প্রকাশ পেয়েছে। এখানে 'Logic' বলতে আধুনিককালের অনুমান এবং যুক্তি সম্পর্কিত মতবাদ বললে চলবে না। হেগেলের লজিক হল প্রত্যয়সমূহের প্রয়োগ বিষয়ে প্রাক্‌সিদ্ধ চর্চা (a priori study

কিন্তু সবিচার চিন্তা Pure Being-এ আবদ্ধ থাকতে পারে না। এটি হল চিন্তার সূচনা পর্ব, সমাপ্তি নয়। যখন আমরা গুণবিযুক্ত নিছক সত্তার অস্তিত্ব ঘোষণা করি তখনই প্রতিবন্ধকতা আসে। এই সীমাবদ্ধতার মধ্যে আমাদের চিন্তার সদর্থক অর্থ নেই, বিষয়বস্তু নেই। কোনো কিছু কেবল অস্তিত্বমান বলে ঘোষণা করলে নির্দিষ্ট করে কিছুই বলা হয় না। তাহলে এখানে সংশোধক হবে নাস্তিতা (Nothing)।

হেগেল বলেছেন, 'কিন্তু এই নিছক সত্তা, যেহেতু তা নিছক বিমূর্তিকরণ, তাই তা চূড়ান্তভাবে নঞর্থক— যা, একই রকম সাক্ষাৎ দিকে কেবল নাস্তিতা' [But the mere Being, as it is mere abstraction, is therefore the absolutely negative ; which, in a similarly immediate aspect, is just Nothing. P-161]। এর থেকে হেগেল পরব্রহ্মের দ্বিতীয় সংজ্ঞাটি পেয়েছেন—'The Absolute is the Nought'। এই সংজ্ঞাতেই আমরা উপনীত হই যখন বলি স্বগত সত্তা হল অনির্দিষ্ট, সম্পূর্ণভাবে নিরাকার এবং তাই বিষয়হীন। হেগেল বলেন যে, বৌদ্ধদের শূন্যও এই ধরনের বিমূর্তীকরণ।[1]

কিন্তু আমরা নাস্তিত্বকে (Nothingness) চিন্তা করতে পারি না। তাহলে আমরা কীভাবে একই সঙ্গে সত্তা বিষয়ে চিন্তা করব এবং নাস্তিত্বের শূন্যতাকে পরিহার করব? হেগেলের মতে, এই পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসার জন্য কোনো মূর্ত ধারণায় উপনীত হতে হবে যেখানে সত্তা ও নাস্তিতার মধ্যে, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বের মধ্যে সমন্বয় হবে। এই তৃতীয় ধারণাটি হল Becoming (ঘটমানতা)।

হেগেল বলেছেন, 'নাস্তিতা, যদি তা সাক্ষাৎ এবং নিজের সমতুল্য হয়, তাহলে ঘুরিয়ে বলা যায় যে নাস্তিতা হল অস্তিতা বা সত্তার সঙ্গে সমান (same as)। সত্তা এবং নাস্তিতার সত্য হল তাই দুইয়ের ঐক্য; এবং এই ঐক্য হল ঘটমানতা' ['Nothing, if it be thus immediate and equal to itself, is also conversely the same as Being is. The truth of Being and of Nothing is accordingly the unity of the two; and this unity is Becoming.' (P-163, Ibid)]।

হেগেলের পরিভাষায় Being হল থিসিস, Nothing হল অ্যান্টিথিসিস এবং Becoming হল সিনথিসিস। এজন্য Becoming উভয়ের সিনথিসিস যে এখানে আমাদের চিন্তা উপনীত হয় Being-এর নিশ্চয়তা থেকে Nothing-এর শূন্যতাকে পরিহার করার চেষ্টায়। হেগেলের অনেক ব্যাখ্যাকার মনে করেছেন যে, Being-Nothing-Becoming-এর ত্রয়ী একটি যৌক্তিক একক গঠন করে এবং তাই একে Triad (ত্রয়ী) বা Triplicity of dialectic বলেছেন। এই ত্রয়ীর সমন্বয় একই সঙ্গে বাদ (thesis) এবং প্রতিবাদের (anti-thesis) পার্থক্যকে বিনষ্ট করে এবং রক্ষা করে। সম্বাদের (synthesis) মধ্য দিয়ে বৃহত্তর ক্ষেত্রে বিপরীত জোড় দুটি উত্তীর্ণ হয়। আমরা এসে পড়ি বিপরীত তাদাত্ম্যের (identity of the opposite) মধ্যে। নিছক বিনষ্টিকরণ (abolition) বোঝাবে তাদাত্ম্য আছে, কিন্তু বৈপরীত্য নেই। নিছক রক্ষা করা (preserve) বোঝায় কেবল বৈপরীত্য আছে কোনো অভিন্নতা নেই। যৌক্তিকভাবে সমন্বয় তাই আবশ্যিক হয়ে পড়ে।

তবে এভাবে একটি ত্রয়ী গঠিত হলেই সমগ্র প্রক্রিয়া শেষ হয়ে যায় না। ওই এককটি (unit) আবার নতুন করে থিসিস হিসেবে উপস্থিত হয়ে যৌক্তিকভাবে অ্যান্টিথিসিসের দিকে এগিয়ে চলে এবং পরিণতিতে পুনরায় সিনথিসিস উদ্ভূত হয়। এভাবেই চলতে থাকে উচ্চ থেকে উচ্চতর এবং উচ্চতম অবস্থানের দিকে। যুক্তিবিদ্যা যত এগোতে থাকে ততই প্রকারগুলি বেশি বেশি করে মূর্ত হয়ে ওঠে, নিম্নস্তরের প্রকারগুলি প্রচ্ছন্নভাবে নিজেদের মধ্যে উচ্চতর ও উচ্চতম প্রকারগুলিকে ধারণ করে থাকে। চূড়ান্ত প্রকার বা ক্যাটিগোরি 'Notion' নামে চিহ্নিত হয়েছে।

হেগেলের মতে, আমাদের চিন্তার মধ্যে অন্তর-তাড়না (self-urge) রয়েছে যৌক্তিক পূর্ণতাপ্রাপ্তির (logical perfection) দিকে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এবং তাই এটি গতিমান (dynamic)। যে শক্তি ওই প্রক্রিয়ার সূচনা করে এবং যৌক্তিক অগ্রগতিকে এগিয়ে নিয়ে যায় তা হল অন্তর্দ্বন্দ্ব (inner contradiction)। বাস্তব সত্যকে (reality) পরিচিত করার জন্য ব্যবহৃত সকল ক্যাটিগোরি (কেবল Absolute Idea ছাড়া) নিজেদের

1 'The nothing which the Buddhists make the universal principle, as well as the final aim and goal of everything, is the same abstraction.' (P-161, Ibid)

Scanned by CamScanner

(1) **প্রথম ক্ষণ বা কলিকা (First Moment)**—একটি প্রত্যয় উপস্থিত হল, এটি বিমূর্ত, অনির্দিষ্ট ও সাক্ষাৎ। সাক্ষাৎ (immediate) বলতে বোঝায় এটি সরাসরি চিন্তা প্রক্রিয়ার মধ্য থেকে উৎপন্ন হয়েছে, কোনো প্রত্যয়ের সাহায্য ছাড়াই।

(2) **দ্বিতীয় ক্ষণ বা কলিকা (Second Moment)**—বিমূর্ত প্রত্যয়টি তার প্রতিপক্ষ বা বিরুদ্ধ প্রত্যয়ের সম্মুখীন হয়ে নির্দিষ্ট রূপ পাচ্ছে, অর্থাৎ বিষয়বস্তু সম্পর্কে বিশেষভাবে বর্ণনা রাখছে।

(3) **বিমূর্ত (Abstract) এবং নির্দিষ্ট (Determinate)**—প্রত্যয় দুটির দ্বন্দ্বের সমাধান (resolution) হবে বৌদ্ধিক অতিক্রমণের (intellectual transcendence) সাহায্যে অধিকতর সম্পূর্ণ প্রত্যয়ে উন্নীত হয়ে যেখানে বিমূর্ত এবং নির্দিষ্ট উভয় প্রত্যয়ই রয়েছে। তাহলে চেতনা নিজেকে উপলব্ধি করছে এই অর্থে যে, তা বিমূর্ত চিন্তা কর্ম থেকে যৌক্তিকতায় উত্তীর্ণ হয়।[1]

হেগেলের মতে, দূরদর্শী বা তাত্ত্বিক বুদ্ধি (speculative reason) পরব্রহ্মের (absolute) অন্তর্নিহিত সারধর্মের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে, যে সারধর্ম নিজেকে প্রকাশ করে প্রকৃতির (Nature) এবং মানব চৈতন্যের ইতিহাসের (history of human spirit) মধ্য দিয়ে। তিনি বলেন, যুক্তিবিজ্ঞানের সংজ্ঞা দিয়ে বলা যায়, 'এটি হল চিন্তার এবং তার নিয়মগুলি ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ আকার সমূহের বিজ্ঞান।'[2] তাঁর মতে, 'Truth is the object of Logic' (P-31, The Logic of Hegel, by William Wallace)। পরব্রহ্ম হল বিশুদ্ধ চিন্তা যাকে তার সকল প্রকাশ থেকে বাইরে এনে বিচার করা যায়। যেহেতু বিশুদ্ধ চিন্তা হল বাস্তব সত্তার মর্মবস্তু, যুক্তিবিজ্ঞান তাই আবশ্যিকভাবে অধিবিদ্যার সদৃশ।[3] যুক্তিবিজ্ঞানের বিষয়বস্তু তাই শাশ্বত সারধর্মে স্থিত প্রভুর পূর্ববর্তী অর্থাৎ প্রকৃতি ও সীমিত চৈতন্যের সৃষ্টির পূর্ববর্তী ঈশ্বরের উপস্থাপনা। হেগেলের মতে, বুদ্ধি হল বস্তুনিষ্ঠ ও ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রত্যয়গুলির তন্ত্র যার সাহায্যে আমরা চিন্তা করি। বস্তুনিষ্ঠ যুক্তির বিজ্ঞান হিসেবে পরব্রহ্ম (The absolute), চরম বাস্তব সত্তার (supreme reality) আলোচনা হল তত্ত্ববিদ্যা (ontology) বা অধিবিদ্যা (metaphysics)। ব্যক্তিনিষ্ঠ যুক্তির বিজ্ঞান হিসেবে যার সাহায্যে আমরা চিন্তা করি সেটি হল জ্ঞানতত্ত্ব। ব্যক্তিনিষ্ঠ ও বস্তুনিষ্ঠ যুক্তি হল অভিন্ন। কান্টের প্রকরণ-তালিকা কেবল জ্ঞানতত্ত্বের বিষয়। ত্রিতয়ের মধ্য দিয়ে দ্বান্দ্বিক পদ্ধতির প্রয়োগ হয়। হেগেলের মতে, সকল চিন্তার শুরু হল সত্তা নামক ধারণা (category of Being) দিয়ে, কারণ সত্তা সকল বস্তুর মধ্যেই উপস্থিত থাকে। কোনো কিছু অস্তিত্ববান বা সত্তাবিশিষ্ট—এমনই সর্বাপেক্ষা বেশি সন্দেহাতীত বাক্যগঠন করা যেতে পারে। সংশয়বাদীর আক্রমণ একে স্পর্শ করে না। এখানেই দ্বান্দ্বিক অগ্রগতির সূচনা।

বিশুদ্ধ সত্তা সূচনা করে, কারণ এটি একদিকে বিশুদ্ধ চিন্তা, অন্যদিকে নিজেই সাক্ষাৎ, সরল এবং নির্দিষ্ট; এবং প্রথম সূচনা কারও মাধ্যমে হয় না, বা পুনরায় নির্দিষ্ট হয় না। [Pure Being makes the ginning : because it is on the one hand pure thought, and on the other immediacy elf, simple and indeterminate; and the first beginning cannot be mediated by thing, or be further determined, P-158, Ibid]। হেগেল বলেন, যদি আমরা সত্তাকে (Being) হ্মের বিধেয় বলি তাহলে সংজ্ঞা গঠন করে বলা যায়—The Absolute is Being। কোনো কিছু , বা কোনো কিছু অস্তিত্ববান—এই ঘোষণাটি এজন্য বিতর্কের উর্ধ্বে যে এই বাক্যের সমার্থক হিসেবে অস্তিত্বকে (bare Being) ধরা হয় যা অব্যাখ্যাত। কোনো গুণের কথা না বলে নিছক সত্তার কথা লে সেটাই কেবল সাক্ষাৎভাবে সত্য হতে পারে।

---

hus it is that 'consciousness realises itself, in that it raises itself from abstract thinking to tionality.' (P-203, Continental Philosophy from Fichte to Sartre, in Illustrated History of estern Philoso...

Scanned by CamScanner

e Title	Course Type	L - T - P	Credit	Mark
ophyin the TwentiethCentury: ern	**Core Course**	*5 - 1 - 0*	*6*	*75*

Scanned by CamScanner